# সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

# সংবেদন

কোন পার্থিব উদ্দীপক ইন্দ্রিয় কোষে আঘাত হানার পর আমাদের মধ্যে যে প্রাথমিক সরল অনুভূতি জাগে, তা-ই হলো সংবেদন।

উদ্দীপনা কেবল বহির্জগৎ থেকে নয়, অনেক সময় উদ্দীপনা শরীরের মধ্যস্থিত অঙ্গ থেকেও সৃষ্টি হয়ে থাকে।

TOUCH
SMELL
TASTE
LIGHT
SOUND
SENSATION

# সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

❖ সংবেদনের সৃষ্টি বা উদ্ভবের কারণ হলো উদ্দীপক ঃ কোন উদ্দীপক ইন্দ্রিয় কোষে আঘাত করলে উক্ত ইন্দ্রিয়ের কোষে স্নায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা মাস্তিস্কে উপনীত হয়ে সংবেদনের সৃষ্টি করে।

❖ এক এক প্রকারের উদ্দীপক এক এক ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে ঃ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের রয়েছে বিশেষ ধরনের গড়ন ও বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি কার্যকারিতা। যেমন, কর্ণের বিশেষ ধরনের কোষ শব্দতরঙ্গের প্রতি, চোখের বিশেষ ধরনের কোষ আলোক তরঙ্গের প্রতি সংবেদনশীল।

❖ সংবেদনের তীব্রতার পার্থক্য রয়েছে ঃ উদ্দীপকের তীব্রতার পার্থক্যের কারণেই সংবেদনের তীব্রতার পার্থক্য হয়। যেমন, তীব্র গরম পানিতে হাত দিলে ত্বকে যে সংবেদনের সৃষ্টি হবে তা হবে তীব্র।

❖ সংবেদনের স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তিতেও পার্থক্য রয়েছে ঃ সংবেদনের স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তি নির্ভর করে উদ্দীপকের স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তির উপর। উদ্দীপক যত বেশি সময় বিদ্যমান থাকে, ইন্দ্রিয়কে তত বেশি উত্তেজিত করে।

# সংবেদনের বৈশিষ্ট্য

- সংবেদন একটি স্থানীয় প্রক্রিয়া ঃ সংবেদীয় কোষগুলো শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থান করে এবং শরীরের প্রত্যেকটি স্থান থেকে স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিস্কের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়। যার ফলে ত্বকের দুটি ভিন্ন স্থানে প্রায় একই রকমের উদ্দীপক প্রয়োগ করা হলেও দুটি পৃথক সংবেদন পাওয়া যায়। ভিন্ন দুটি বস্তুকে আমরা একই সময় দেখলেও তাদেরকে আমরা পৃথকভাবে চিনতে পারি।
- সংবেদন বহিঃউদ্দীপকের একটি সংকেত নির্দেশক ঃ প্যাভলভের চিরায়ত সাপেক্ষণ পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে, কুকুরকে প্রতিবার খাদ্য প্রদানের আগে ঘন্টা বাজানো হলে কয়েক দিনের মধ্যেই ঘন্টার শব্দ শুনেই কুকুরের মুখ থেকে লালা নির্গত হতে থাকে। অর্থ্যাৎ এ ক্ষেত্রে ঘন্টার শব্দ খাদ্যের সংকেত হিসেবে কাজ করে।
- সংবেদন একটি অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া ঃ কোন একটি উদ্দীপককে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কোন ইন্দ্রিয়কোষে প্রয়োগ করা হলে দেখা যাবে যে, ইন্দ্রিয় কোষ ক্রমশঃ সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলছে। কারণ এতে ইন্দ্রিয় কোষের উত্তেজনার পর্যায় ক্রমশঃহ্রাস পায় ও স্নায়ুকোষে আবার মেরুকরণ করতে সময়ের প্রয়োজন হয়।

  উদাহরণস্বরূপ, ত্বকে অবিরাম গরম বা ঠান্ডা পানি ঢাললে প্রথমত, গরম বা ঠান্ডা অনুভূত হলেও ধীরে ধীরে অনুভূতি কমতে থাকে। সংবেদনের অভিযোজনের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

# প্রত্যক্ষণ

- সংবেদন হলো বহির্জগৎ বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক অভিজ্ঞতা। আর এ অভিজ্ঞতার সমষ্টিই হলো প্রত্যক্ষণ।
- প্রত্যক্ষণ হলো সংবেদনের বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন ও একীভূতকরণ।
- প্রত্যক্ষণ হলো সংবেদনের অর্থবোধ।

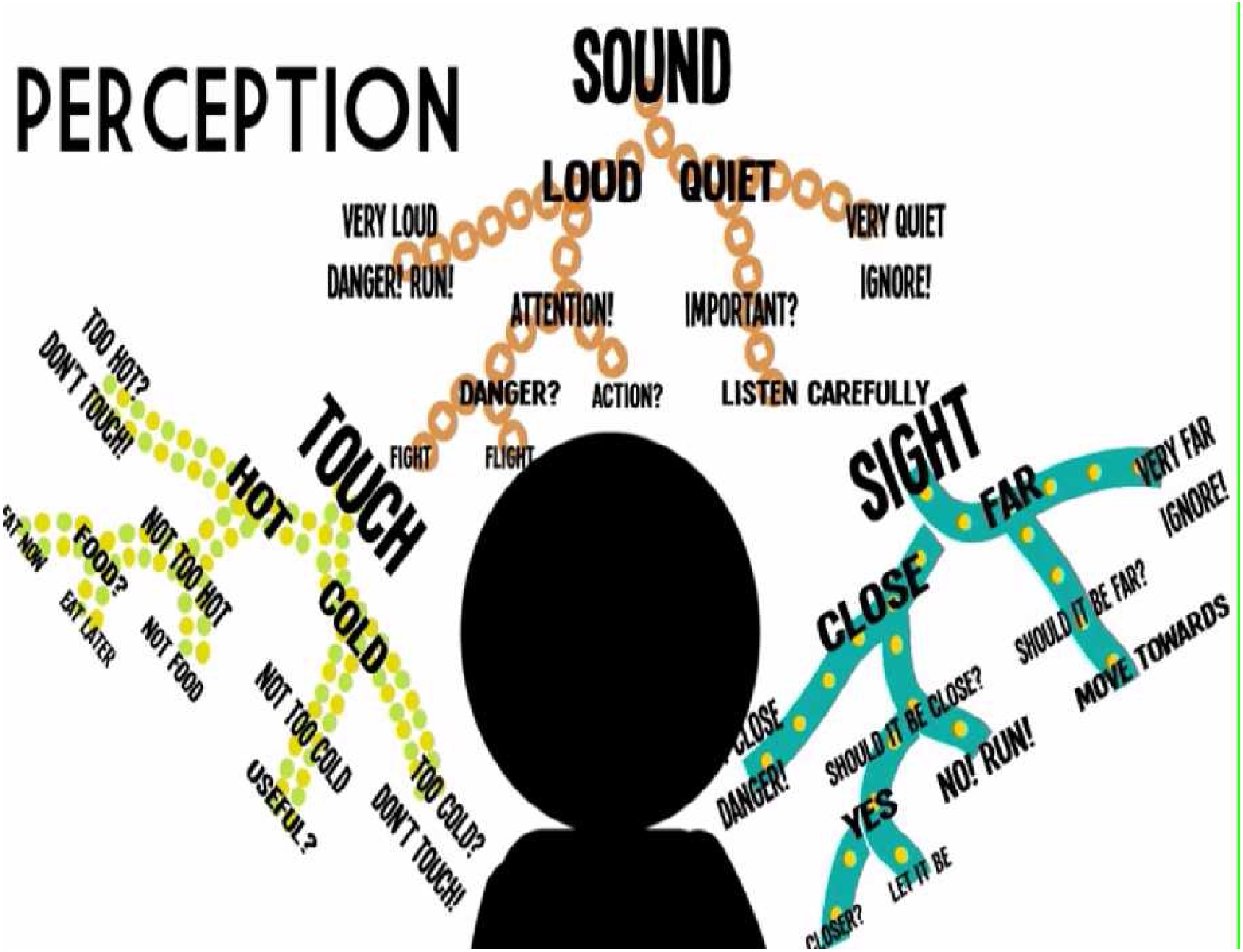
PERCEPTION
SOUND
LOUD
QUIET
VERY LOUD
DANGER! RUN!
ATTENTION!
DANGER?
ACTION?
FIGHT
FLIGHT
IMPORTANT?
LISTEN CAREFULLY
VERY QUIET
IGNORE!
TOUCH
HOT
TOO HOT?
DON'T TOUCH!
NOT TOO HOT
FOOD?
EAT NOW
EAT LATER
NOT FOOD
COLD
NOT TOO COLD
USEFUL?
TOO COLD?
DON'T TOUCH!
SIGHT
FAR
VERY FAR
IGNORE!
SHOULD IT BE FAR?
MOVE TOWARDS
CLOSE
CLOSE
DANGER!
SHOULD IT BE CLOSE?
NO! RUN!
YES
LET IT BE
CLOSER?

# সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

| সংবেদন | প্রত্যক্ষণ |
|---|---|
| জ্ঞানের প্রাথমিক চেতনা বা বোধ হচ্ছে সংবেদন। | প্রত্যক্ষণ হলো সংবেদনের অর্থবোধ। |
| সংবেদন কোন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র। | প্রত্যক্ষণ হলো প্রকৃত জ্ঞান। |
| সংবেদন কেবল উপস্থাপনমূলক। | প্রত্যক্ষণ উপস্থাপন ও পুনরুজ্জীবনমূলক উভয়ই। |
| সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। | প্রত্যক্ষণ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় প্রক্রিয়া। |
| সংবেদন একটি অসংগঠিত প্রক্রিয়া। | প্রত্যক্ষণ একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া। |
| সংবেদন বস্তুর আংশিক পরিচয়। | প্রত্যক্ষণ বস্তুর সামগ্রিক পরিচয়। |

# সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

| সংবেদন | প্রত্যক্ষণ |
|---|---|
| সংবেদন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। | প্রত্যক্ষণ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। |
| সংবেদন ইন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভরশীল। | পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষণ নির্ভরশীল শিক্ষণ ও অতীত অভিজ্ঞতার উপর। |
| সংবেদন হলো একটি প্রান্তিক প্রক্রিয়া। | প্রত্যক্ষণ হলো একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া। |
| সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। | প্রত্যক্ষণ ছাড়া সংবেদন অর্থবহ হয় না। |
| সংবেদন নির্বাচনমুখী নয়। | প্রত্যক্ষণ নির্বাচনমুখী। |
| উদাহরণ ঃ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় হঠাৎ চোখে আলো এসে পড়ল। চোখে আলো পড়েছে-এটা বুঝতে পারাটা হচ্ছে সংবেদন। | আলোটি একটি গাড়ির হেড লাইটের আলো, এটি বুঝতে পারাটা হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। |

# ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ/ অধ্যাস

যে প্রত্যক্ষণে একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ।

যেমন, অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করে ভয়ে আঁতকে ওঠা।

# অলীক প্রত্যক্ষণ

যে বস্তু বাস্তবে উপস্থিত নেই, সে বস্তুকেই প্রত্যক্ষণ করা হলে তাকে অলীক প্রত্যক্ষণ বলা হয়।

যেমন, অন্ধকার রাতে ঝোপের কাছ থেকে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন শুনতে পায় যে, একটি শিশু কান্না করছে। অথচ বাস্তবে গভীর রাতে সেখানে কোন শিশুর অস্তিত্ব নেই। অথবা, পঙ্খিরাজ ঘোড়ার প্রত্যক্ষণ হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ।